R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৬৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৩শ বর্ষ, ২৫শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৯ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৯৩ সাল। ২৬শে নভেম্বর, ১৯৮৬ সাল। | নগদ মূল্য : ৩০ পয়সা বার্ষিক ১৫৲ সডাক

পুর বোর্ডে স্বার্থের গাঁটছড়ার বাঁধন খুলে পড়ছে

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর পুরবোর্ড গঠনের প্রাক্ ইতিহাস সকলেরই জানা। এবারের বোর্ড গঠনে দুপক্ষই সমান সমান হওয়ায় নির্দল প্রার্থী পরমেশ পাণ্ডেকে নিয়ে টাগ অফ ওয়ারে শহরে চাঞ্চল্য এনেছিল তাও কারও অজানা নয়। অবশেষে নির্দল প্রার্থীকে চেয়ারম্যানের পদে বসিয়ে বোর্ড গড়লেন জাতীয় কংগ্রেস। কিন্তু সেই গাঁট ছড়ার বন্ধন যে নানা স্বার্থের টুকরো সুতোয় বাঁধা হয়েছিল, এ সন্দেহ জনমন থেকে কোনদিনই মুছে যায়নি। সম্প্রতি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেল, স্বার্থের টানাটানিতে গাঁট ছড়ার বাঁধন ছিঁড়তে চলেছে। নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বে বোর্ড দখলকারী দল কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙ্গনের আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছে। ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু 'ওভারসিয়ার' পদের নিয়োগ। সম্প্রতি পুরসভায় ওভারসিয়ারের একটি পদ খালি থাকায় সে পদে লোক নিয়োগের ইন্টারভ্যু হয়। শোনা যাচ্ছে সেই পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপককে কমিটি অনুমোদন না দিয়ে নিজেদের পছন্দমত জনৈক যুবককে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে প্রকাশ পায় এই অনুমোদন সর্বসম্মত নয়। জনৈক প্রভাবশালী কমিশনার পরবর্ত্তীকালে যেকোন কারণেই হোক ঐ নিয়োগের বিরুদ্ধাচরণ করেন। তাঁর বক্তব্য, সেদিনের নিয়োগ কমিটির সভায় তাঁর অনুপস্থিতিতেই ঐ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তিনি নাকি তাঁর পছন্দমত লোক নিতে হবে বলে জানান। কমিটি যদি তাতে সম্মত না হন তবে তিনি বোর্ড থেকে তাঁর সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবার হুমকিও দেন। জনরব উক্ত কমিশনার নাকি ভোট বৈতরণী পার হবার প্রাক্কালে বেশ কিছু যুবককে চাকরীর প্রতিশ্রুতি দেন। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার স্বার্থে তিনি চেয়ারম্যানকে সেইসব যুবকের চাকরীর জন্য চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু এদিকে ক্ষমতাসীন দলের অন্যান্য কমিশনাররাও বসে নেই। তাঁরাও চাইছেন তাঁদের (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

পাট চাষীদের নিয়ে খেলা করছেন সরকার

ধুলিয়ান : গত ৯ অক্টোবর থেকে জুট করপোরেশন ধুলিয়ান শাখা পাট কেনা বন্ধ করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে জনৈক পাট চাষীকে প্রশ্ন করলে উনি বলেন, ঘটনা ঠিক তা নয়। প্রকৃত ঘটনা হলো পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্যেক পাট চাষীকে 'জুট কার্ড' দেবার সিদ্ধান্ত নেন। একমাত্র জুট কার্ড হোল্ডাররাই জুট করপোরেশনের কাছে পাট বিক্রি করতে পারবেন। কিন্তু এতদঞ্চলে সুকৌশলে পাটের দালালরা ঐসব কার্ড যোগার করে নেওয়ায় পাটচাষীরা বিপদে পড়েছেন। তাঁদেরকে দালাল মারফৎ পাট বিক্রি করতে হচ্ছে কম দামে। সে কারণেই চাষীরা প্রতিবাদ স্বরূপ করপোরেশনকে পাট দিচ্ছেন না। এই গোলযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থা আয়ত্বে আনতে সরসেরগঞ্জের বিডিও গত ৬ নভেম্বর এক সর্বদলীয় বৈঠক ডাকেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা ঐ চিঠিতে স্থানীয় সি পি আই দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পঞ্চায়েতের প্রধানবৃন্দ, স্থানীয় প্রশাসনিক কর্ত্তাবৃন্দ, পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং করপোরেশনের রিজিওন্যাল ম্যানেজারের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত হয় যে পূর্বে প্রদত্ত জুট কার্ড বাতিল বলে গণ্য করা হবে এবং প্রধানদের মাধ্যমে সরাসরি চাষীদের কাছ থেকে পাট (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

আদর্শহীন রাজনীতির আখড়া

সাগরদীঘি : সম্প্রতি বালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে স্কুল কমিটির নির্বাচন হয়। নির্বাচনে জয়লাভ করে সভাপতির আসন পান কংগ্রেস (ই) এর নন্দকিশোর বাগচী এবং সম্পাদক নির্বাচিত হন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বঙ্কিমচন্দ্র সিংহ। নির্বাচনের ফল স্থানীয় অনেককেই বিস্মিত করেছে। কেননা কমিটিতে সি পি এমের তিনজন ও পঞ্চায়েতের মনোনীত সদস্য ছিলেন একজন। শিক্ষক প্রতিনিধির মধ্যেও সি পি এম-এর প্রাধান্য রয়েছে। গ্রামের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বল্লেন—'যা খুশি তাই করতে পারি' এই হামবড়া ভাবই সি পি এম এর ভরাডুবি ঘটিয়েছে। তাঁদের সবাই সম্পাদক হতে চেয়েছিলেন তাই কেউ হতে পারলেন না। তাঁর অভিমত, আদর্শহীন রাজনীতি ও ব্যক্তি স্বার্থ (৪ পৃষ্ঠায়)

সেভিংস ব্যাঙ্কের টাকা তছরূপ

সাগরদীঘি : রঘুনাথগঞ্জ প্রধান ডাকঘরের অধীন নবগ্রাম থানার সুকী ডাকঘরে সেভিংস ব্যাঙ্কের কয়েক হাজার টাকা তছরূপ ধরা পড়েছে। এখনও পর্য্যন্ত ঐ ডাকঘরের সব কটি পাশবই তদন্ত করা হয়নি। যে কটি দেখা হয়েছে তাতে প্রায় দশ হাজার টাকার গোলমাল দেখা যায়। সবগুলি পাশবই চেক করা হলে তছরূপের অঙ্ক বাড়বে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। শাখা ঘরটির ডাকপাল সুনীলকুমার ব্যানার্জীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। বিভাগীয় তদন্ত চলছে। উক্ত ডাকপাল মুর্শিদাবাদ জেলা অবিভাগীয় কর্মী সংগঠনের উপরসারির নেতা বলে জানা যায়।

১৯৮৬ সালের নতুন চা—গৌহাটী, শিলিগুড়ি ও কলকাতার বাজার দরের সাথে সমতা রক্ষা করে চা ভাণ্ডারে পাওয়া যাচ্ছে "পাইকারী চা"। বেকার ও নতুন ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

ডায়মণ্ড বেকারী
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ভ্যারাইটিজ পাউরুটি ও বিস্কুট
প্রস্তুতকারক

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৯৩ সাল

একান্ত কাম্য

রঘুনাথগঞ্জ থানা কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড সংক্রান্ত যে প্রতিবেদন আমাদের পত্রিকায় ১৯শে নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সাম্প্রতিককালে অপ্রত্যাশিত না হইলেও দুঃখজনক বলা চলে। দুর্নীতির ঘেরাটোপ বলিয়া প্রতিবেদনে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ত আজ সর্বত্রই বিদ্যমান। বিচারের বাণী যেখানে নীরবে নিভৃতে কাঁদিয়া ফিরে, সেখানে আর কীইবা আশা করা যায়? ফলকথা এই যে, এই সব ব্যাপার 'হবে তা সহিতে মর্মে দহিতে/আছে সে ভাগ্যে লিখা'।

উক্ত সংস্থার চেয়ারম্যান ডিরেক্টর বোর্ডের সভ্যদের মদতে নাকি নানাবিধ অপকর্ম করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। 'জুট গ্রেডার' যিনি ১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে এই পদে কাজ করিতেছেন, বোর্ডের জরুরী মিটিং ডাকিয়া তাঁহার এই নিয়োগকে বেআইনী বলিয়া মিনিট বুকে মন্তব্য লিখিবার সার্থকতা যে কি, তাহা বুঝিতে অসুবিধা হইবার কথা নহে। উল্লেখিত 'জুট গ্রেডার' হয়ত মর্জি-মাফিক কাজ করেন নাই; তাই তিনি তাঁহার পদ হারাইয়া অস্থায়ী পিয়ন পদে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। সমবায় কর্মচারী ফেডারেশন ডিরেক্টর বোর্ডও চেয়ারম্যানের উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলে জেলা, কো-অপাঃ ডেভঃ অফিসার তদন্ত করিলেও এবং কো-অপারেটিভ ইনসপেক্টর বোর্ডের সিদ্ধান্তে সম্মতিসূচক নোট বা 'নোট অব কনসেন্ট' দিতে আপত্তি জানাইলেও সুরাহা যে কি হইল, জানা গেল না।

উল্লেখিত বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান নাকি 'সোনালী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ'-এর চেয়ারম্যান হিসাবে প্রার্থী হইয়া রঘুনাথগঞ্জ থানা কো-অপাঃ মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ এর চেয়ারম্যান হন। আর এই 'সোনালী' ইত্যাদি সংস্থার কোন মিটিং দশ বৎসরের মধ্যে না হইলেও এবং এমন কি রাজ্যপালের আদেশ কার্যকরী না করিলেও অস্তিত্বহীন 'সোনালী' ইত্যাদি সংস্থার চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে বর্তমান পদে বহাল তবিয়তে আছেন। যে সংস্থার আয়ব্যয়ের সরকারী অডিট হয় নাই, মিটিং হয় নাই, তাহার অস্তিত্ব থাকা রহস্যজনক।

কো-অপারেটিভ রুল অনুযায়ী কোন ব্যক্তি এক নাগাড়ে তিন বৎসরের বেশী ডিরেক্টর বোর্ডে থাকিতে পারেন না। কিন্তু বর্তমান বোর্ডে সে নিয়ম অচল। বোর্ড পাটচাষীদের নিকট হইতে নাকি গো-ডাউন ভাড়া বাবদ অতিরিক্ত পয়সা আদায় করিতেছেন এবং শুধু তাহাই নহে, 'জুট কার্ড' হোল্ডারদের বঞ্চিত করিয়া নাকি লালগোলার মহাজনদের নিকট হইতে গোপনে পাট খরিদ চলিয়াছে। এইসব অভিযোগ পাট চাষীদের।

এমতাবস্থায় একজনের স্বেচ্ছাচারে বহুজনের ক্ষতি হউক, ইহা কখনই কাম্য নহে। দুর্নীতির অবসান হউক বা না হউক, বেচারী 'জুট গ্রেডার' এবং পাটচাষীদের আইনমাফিক স্বার্থ রক্ষিত হউক—ইহার জন্য উল্লেখিত বোর্ডের ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে পূর্ণ সরকারী তদন্ত একান্ত কাম্য।

বলহরি

অনুপ ঘোষাল

মির্জাপুর, ৬ নভেম্বর, আজ সকাল নটায় বাজারের শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ ৭৭ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে পরলোকগমন করেছেন।

শোক সংবাদ ছাপা হয় মান্যগণ্যদের, নেতামুরুব্বিদের, আর যাঁরা বুদ্ধিটুদ্ধির জোরে রুপোর চাকতিতে ট্যাঁক বোঝাই করেছেন -- তাঁদেরও। হতভাগা গণেশ ঘোষকে কেউ কোনদিন মান্য করেনি, মুরুব্বিয়ানার কোন যোগ্যতাই ছিল না তার। আর বজত কৌলীন্য? মৃত্যুর পর ছেঁড়া পরণে জামাটা হাতড়ে পাওয়া গেল টাকা ৪২ পয়সা এবং তিনটে আস্ত আর একটা আধপোড়া বিড়ি। একটা ফুটো এনামেলের বাটি, ছেঁড়া চট, একটা তেলচিটে চাদর (কি রঙের ছিল বোঝা দায়), গায়ে জড়ানো দু টুকরো শতছিন্ন জামাকাপড় এবং মাথার কাছে যত্ন করে রাখা একটি চিঠি। সহায়সম্বলের এই বিস্তৃত বিবরণ। আর কিছু নেই। এমন কি বৌ ছেলেও নয়, কোনদিন ছিলও না। বিরাট খাঁচার হাড্ডিসার শরীর। হাসপাতালে ফেরত দিয়েছে। এখানে ওখানে পড়ে থাকে। জেনুইন বেওয়ারিশ। কেউ বলবেন, এমন একটা ফালতু লোকের মরাটা কোন সংবাদ নাকি?

জীবদ্দশাতেও গণেশ ঘোষের নাম কাগজে উঠেছে। একাধিকবার। সংবাদপত্রের চমৎকার বিষয়। সর্বহারার জীবন্ত মূর্তি। মাথার ওপর একটা চালাও ছিল না, পায়ের নীচে নিজস্ব 'সাড়ে তিন হাত ভূমি'ও।

অথচ ভিখারী নয়। রঙিন দিন তারও ছিল। কালো পাথরে কোঁদা প্রায় ছফুট লম্বা পেটা শরীর। গোয়ালের ছেলে, লেঠেলিতে নাম ছিল। সময় বড় নিষ্ঠুর। সে কথা কেও বিশ্বাস করবে না আজ। বার্দ্ধক্য ব্যাধিতে ঠেসে ধরেছে। অথচ ভিক্ষের ঝুলি নিয়েও বেরোবে না। আত্মসম্মানটি টনটনে। হয়ত সেই সোনালী হারানো দিনগুলোকে সম্মান দিতেই ভিক্ষেপাত্র হাতে নিতে পারেনি।

গ্রামের কিছু মানুষ দেখা হলেই সিকি আধুলি বরাদ্দ করেছিলেন। তাতেই কোন রকমে দিন চলত, এবাড়ি ওবাড়ি থেকে দুটো খাবার আহ্বানও জুটত কখনো। নচেৎ অর্দ্ধাহার, ফুড়ুং ফুড়ুং বিড়ির টান। গ্রামের এক তরুণ বহুদিন আগে বিডিও অফিস থেকে ফর্ম আনিয়ে টিপছাপ করিয়ে প্রধানের সার্টিফিকেট জুড়ে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বার্দ্ধক্য ভাতার এমন জ্যান্ত ক্যাণ্ডিডেট আর হয় না। কিন্তু সরকারী ব্যাপার, সেখানেও তো লালফিতের ফাঁস।

গণেশ ঘোষ বোধহয় বুঝেই টিপ দিতে চায়নি। বিডিও অফিসের নাম শুনেই মুখ বেঁকিয়েছিল। মনে পড়ছে—এই সাপ্তাহিকেই একবার বেরিয়েছিল, রিক্সা ভাড়া করে বিডিও অফিসে গিয়েও গম না নিয়েই ফেরত আসার কথা। এমন অখাদ্য গম! প্রতিবেদক জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হোক অখাদ্য, তবু আনলেন না কেন? বিক্রি করে দিতে পারতেন, গরুর খাবার হত!' গণেশ ঘোষ জবাব দিয়েছিল, 'গরুতে মুখে দিতি পারলি, আমুও পারত্যাম।' এমন অনেক খবরের বিষয় ছিল গণেশ। এবার তাকে নিয়ে শেষ সংবাদ।

ঠাঁই নেই, ঠিকানাও নেই। শেষ কটাদিন পড়ে ছিল গনকর পোষ্টাফিসের বারান্দায়। সেখানে হঠাৎ তার নামে দুদিন আগে একটা চিঠি এল। সম্ভবতঃ তার জীবনের প্রথম চিঠি। খোদ জেলাশাসক মহোদয় লিখেছেন। মহানুভব সরকার বাহাদুর তার বার্দ্ধক্য ভাতা মঞ্জুর করেছেন (মেমো নং ৩৬৭০ এস ডব্লু/তাং ২৪-১০-৮৬) আনুষঙ্গিক কাজ মিটিয়ে মাসখানেক পরেই নাকি ব্যবস্থা হবে। গণেশ এই প্রতিবেদককে চিঠিটা হাতে দিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে শুধোল, 'কত টাকা বাবু?' বললাম, 'ষাট।' গণেশ বললে, 'সে তো অনেক টাকা। একসাথে দিবে?' সায় দিলাম।

'একবারই, না কি বছর (তৃতীয় পৃষ্ঠায়

কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক সমিতির রাজ্য সম্মেলন

কৃষি সংবাদদাতা: ১৬-১৭ নভেম্বর বহরমপুর রবীন্দ্র সদনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক সমিতির তৃতীয় রাজ্য সম্মেলন হয়ে গেল। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ২০৯ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। বাঁকুড়ার প্রণব দত্ত গুপ্তকে সভাপতি এবং মুর্শিদাবাদের বিমল চ্যাটার্জিকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে ১৭ সদস্যের কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়। প্রোমোশনের জন্য নিয়মমাফিক গ্রেডেশন লিষ্ট তৈরী, পে-স্কেল বৃদ্ধি কে পি এস-দের কারিগরী স্বীকৃতি দান এবং প্রশিক্ষণকে ডিপ্লোমা হিসবে ঘোষণা, নিয়োগকালীন যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রত্যেক কে পি এসকে বি এস সি (এজি) পড়ার সুযোগ, একনাগাড়ে ২৩ বৎসর চাকরির পর পূর্ণ পেনসনের সুযোগ সুবিধা দান, কৃষকদের জন্য উন্নত মানের বীজ-সার-যন্ত্রপাতি সরবরাহ ইত্যাদি দাবি সম্মেলনে গ্রহণ করা হয়। ১৬ নভেম্বর রাত্রে রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' নাটক পরিবেশন করেন ঋত্বিক নাট্য গোষ্ঠী।

সব ট্রেন থামছে না

সাগরদীঘি: মনিগ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশনে বেশ কিছুদিন থেকে ৩৪৭ আপ ও ৩৪৮ ডাউন ট্রেন দুটি থামছে না। ফলে এতদঞ্চলের ১২টি গ্রামের মানুষকে চরম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। যাত্রীসাধারণ এ ব্যাপারে রেল দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েও কোন সুরাহা করতে পারেননি। বিক্ষুব্ধ যাত্রীদের অভিযোগ, এই ষ্টেশনটি মালদহ ডিভিশনের এক্তিয়ারভুক্ত হবার পরপরই ঐ ট্রেন দুটির মনিগ্রাম না থামার আদেশ হয়। তাঁরা আরো বলেন, প্রাক্তন রেলমন্ত্রী গণি খান চৌধুরী এখানে এক জনসভায় বলেছিলেন—মনিগ্রাম একটি প্রয়োজনীয় রেল ষ্টেশন এবং এখানে সব ট্রেনই থামবে, তাঁর কথা মতো থামতোও। কিন্তু এখন কেন তা বন্ধ হলো গ্রামবাসীরা বুঝতে পারছেন না।

জেলা সাংবাদিক সংঘের বার্ষিক সম্মেলন

বহরমপুর, ৯ নভেম্বর—আজ স্থানীয় গ্রান্ট হলে দীর্ঘ চার বছর পর মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের ২৭তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮২ সালের সম্মেলনের পর কার্যকরী সমিতির নিষ্ক্রিয়তার দরুণ সাংবাদিক সংঘ কার্যতঃ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তিন মাস আগে অচলাবস্থা দূর করতে দীপঙ্কর চক্রবর্ত্তীকে আহ্বায়ক করে এ্যাড হক কমিটি গঠন করা হয়। দীপঙ্করবাবুর উদ্যোগে এই সময়ের মধ্যে পাঁচটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সদস্য সংখ্যা ৭০% বেড়ে ১০৮-এ দাঁড়ায়। জেলার ১৭টি পত্রিকা সংঘের সাথে যুক্ত। আজকের সম্মেলনে ৭০ জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন। পৌরোহিত্য করেন সত্যেন সাহা। দীপঙ্কর চক্রবর্ত্তীকে সভাপতি এবং প্রাণরঞ্জন চৌধুরীকে সম্পাদক করে আগামী দু'বছরের জন্য পনের সদস্যের কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়।

সতর্কীকরণ

শীষ কাটা লেদা পোকার উপস্থিতি এই জেলায় দেখা গিয়েছে। ধান গাছের নীচের দিকে জলের কাছে পাশ কাঠির ফাঁক এদের দেখা যায়। এর শুককীট (LARVA) দেখতে ছাই রঙের এবং তার উপর কালো রঙের ফুটকি আছে। এই শুককীট প্রথমে ধান গাছের পাতা খায়, পরের দিকে ধানের শীষ কেটে ফসলের ক্ষতি করে।

দমনের উপায়:

সারাদিন এরা জমির আলের মধ্যে বা ধান গাছের ফাঁকে লুকিয়ে থাকে। বিকালের দিকে আলের কাছে ঔষধ ছিটিয়ে দিলে এদের দমন করা সম্ভব।

গুঁড়ো ঔষধ ভাল তবে তরল ঔষধ দিলেও কাজ হয়। নীচের কোন একটি ঔষধ প্রয়োগ করুন (৪নং কলম)।

এই বছর ধানে বাদামী শোষক পোকা ও সাদা পিঠ ওয়ালা শোষক পোকার আক্রমনের আশংকা আছে। বড়ঞা, নবগ্রাম ও খড়গ্রাম থানাতে এই পোকার আক্রমণ দেখা যায়। এই পোকা দেখতে অনেকটা শ্যামা পোকার মত। পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ এই দুই অবস্থাতেই এদের গায়ের রং গাঢ় বা হাল্কা বাদামী। এর পেটের দিকটা মোটা, ডানা পুরোটা থাকতে পারে বা অর্দ্ধেক থাকতে পারে। ডিম পাড়বার ৬ থেকে ৭ দিন পরে বাচ্চা বেড়োয় এবং ১৪ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ হয়। স্ত্রীপোকা পুরুষ পোকার চেয়ে একই বড়।

এরা জলের কাছাকাছি গাছের গোড়ার দিকে রস চুষে যখন প্রতি গোছে এদের সংখ্যা ৪০ থেকে ৫০ হয়, তখনই গাছের পাতা কয়েক দিনের মধ্যে শুকিয়ে যায়।

দমনের উপায়:

এই মরশুমে পোকা দমন করতে হলে নীচের ব্যবস্থাগুলি নিন।

১) লাল মাকড়সা এই পোকার শত্রু। যদি গোছে লাল মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে প্রতিদিন লক্ষ্য রাখুন।

২) প্রতি গোছে ৪-৫ টির বেশী শোষক পোকা থাকলে, ফসল কাটতে দেরী থাকলে নিম্নলিখিত যে কোন একটি ঔষধ দিন।

৩) শতকরা ৮০ ভাগ ধান পেকে গেলে ধান কাটুন।

৪) যে কোন একটি ঔষধ স্প্রে করুন।

ঔষধের নাম	প্রতি লিটার জলে ঔষধের পরিমাণ
ক) ডাইক্লোরভস ৭৬% (যেমন নুভান ইত্যাদি)	১ মিলি
খ) বি, এইচ, সি ৫০%	৫ গ্রাম
গ) কার্বারিল ৫০% (যেমন সেভিন, ফিলেক্স কার্বারিল)	১½ ,,
ঘ) ক্লোরপাইরিফস ২০% (যেমন কোরোবান ইত্যাদি)	২ মিলি
ঙ) ম্যালাথিয়ন ৫০% (যেমন সাইথিয়ন ইত্যাদি)	২ ,,
চ) কুইনালফস ১.৫% ডাষ্ট (যেমন একালাক্স ডাষ্ট)	১০ কেজি একর
ছ) বি, এইচ, সি ১০% গুঁড়ো	১০ ,, ,,
জ) ফোসালোন ৪% (যেমন জোলোন)	১০ ,, ,,
ঝ) মিথাইল প্যারাথিয়ন ২% (যেমন ফলিডল)	১০ ,, ,,
ঞ) কার্বারিল ৫%	১০ ,, ,,

৫) স্প্রে করবার সময় NOZZLE (নোজেল) টিকে গাছের গোড়ার দিকে রেখে স্প্রে করুন।

মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত।

বলহরি

(২য় পৃষ্ঠার পর)

পূজোর সময়?'

'না না, প্রতিমাসে।'

কোটরগত চোখ দুটো উজ্জল হয়ে উঠল, 'ষাট টাকা, ফি মাসে? সে যে মেলা টাকা গো!'

পোষ্টাপিসের পাশের সায়ের ব্যাপারী লক্ষ্মণ দাস বললে, 'যা কষ্ট পাচ্ছ—ভগবানকে বল তুলে নিতে। এখন আর টাকা কি হবে?'

মানুষ বাঁচতে চায়! যে কোন মূল্যে। হাজার যন্ত্রণা, দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও। বেঁচে থাকাটাই বোধহয় সবচেয়ে বড় চাওয়া। গণেশ ম্লান দৃষ্টিতে যেন প্রতিবাদ করতে চাইল, 'না না, এবার মাসে মাসে টাকা আসবে। আমি বাঁচব, বাঁচব। আবার উঠে দাঁড়াব।'

এবার সদয় সরকার সত্যি তার মাসোহারার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু লোকটা এমন আহাম্মক চিঠিটা হাতে পেয়েই মরে গেল। সায়ের দোকানি বললে, 'মরে গেল না, বেঁচে গেল।' মৃতের আধখোলা চোখ দুটো যেন সবার কাছে প্রশ্ন রেখে গেল, 'এমন আর কদ্দিন চলবে গো বাবুরা?'

চাঁদা উঠল। শোকের (নাকি সুখের?) খই উড়িয়ে শ্মশানঘাটে পৌছল গণেশ। চিতাতে শুয়েও চোখ দুটো তার খোলা, জিজ্ঞাসা, 'আমার ষাট টাকার ব্যবস্থাটা হল না?'

জ্বলে উঠল তার শরীর আর মহানুভব সরকারের আদেশবাহী চিঠিটাও। আকাশে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে কালো ধোঁয়া। বলহরি হরিবোল!

বিচ্ছিন্নতাবাদ বিরোধী কনভেনশন

জঙ্গিপুর : গত ১৯ নভেম্বর স্থানীয় মহা বিদ্যালয়ে এস, এফ, আই-এর উদ্যোগে দার্জিলিং জেলার এস, এফ, আই সভাপতি মনি খোওয়াসের সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্বর্ধনাকে কেন্দ্র করে গোর্খ ল্যাণ্ড-পন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে একটি কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গীতানুষ্ঠান দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। মনি খোওয়াসের বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য উপস্থিত শ্রোতাদের অভিভূত করে।

বাঁধন খুলে পড়ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পছন্দমত লোক নিয়োগ করতে হবে। চেয়ারম্যানেরও অবস্থা তথৈবচ। তাঁরও পছন্দ মাফিক কিছু লোক রয়েছে। চেয়ারে বসার পর তিনিও কয়েকজনকে যাহোক চাকরীও দিয়েছেন। স্বার্থের এই টানাপোড়েনে অবস্থা সামাল দিতে তিনি এখন ধুয়া ধরেছেন এক্সচেঞ্জের মাধ্যম ছাড়া কোন নিয়োগ করতে পারবেন না। কিন্তু উক্ত প্রভাবশালী কমিশনার সে কথা শুনতে নারাজ। তিনি চায়ছেন ওসব ছেড়ে তাঁর প্রতি-শ্রুতি দেওয়া ছেলেদের চাকরী দিতে হবে। নইলে তিনি বোর্ড ভেঙ্গে দিতে প্রভাব প্রয়োগে দ্বিধা করবেন না। উল্লেখ্য, বোর্ডে একজন সমর্থন প্রত্যা-হার করলেই টলমলে বোর্ড ভেঙ্গে যাবে। অন্যদিকে খবর, কমিশনার আবদুল কাদের নাকি মুন্সেফ হয়ে যাচ্ছেন। ফলশ্রুতি বোর্ডের দুপক্ষই ক্ষমতার ভাগাভাগিতে এমনিতেই সমান সমান হয়ে যাবে। তখন ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে বিরোধী পক্ষের মতের বিরুদ্ধে কোন কিছুই করা সম্ভব হবে না। একথা বুঝেই উক্ত প্রভাব-শালী কমিশনার ঝোঁপবুঝে কোপ বসিয়েছেন। তিনি বুঝেছেন এই মুহূর্তে স্বস্বার্থ পূরণ করতে না পারলে আর তা কোনদিনই পূরণ হবে না।

রাজনীতির আখড়া

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রক্ষার প্রচেষ্টা স্কুলের শিক্ষার পরি-বেশকে নষ্ট করেছে। এখানে সঠিক-ভাবে পরীক্ষা পরিচালনা হয় না, খেলাধুলার ব্যবস্থা নাই। কমিটির মিটিংও ঠিকমতো হয় না, যে কোন উৎসবকে কেন্দ্র করেই স্কুলে ছুটি দেওয়া হয়। ফলে বছরে ৩/৪ মাস মাত্র স্কুল খোলা থাকে। প্রধান শিক্ষক নিরীহ মানুষ। তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অন্যান্য শিক্ষকরা যা খুশি তাই করেন। বিদ্যালয়ের পরিবেশ দেখলে মনে হবে এটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, শিক্ষকদের অবসর বিনোদন কেন্দ্র মাত্র।

খেলা করছেন সরকার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

খরিদ করা হবে। এই কাজের সুবিধার জন্য সপ্তাহে একদিন করে বাসুদেবপুর, কাঞ্চনতলা ও চাঁদপুরে পাট খরিদের কেন্দ্র খোলা হবে। এ ব্যাপারে সি পি আই-এর সম্পাদক মোজাম্মেল বিশ্বাস ক্ষোভের সাথে জানান—এতেও সমস্যার সমাধা হবে না। কেননা যে অঞ্চলে যে দলের প্রভাব রয়েছে সে অঞ্চলের তাদের সমর্থক চাষীদেরই সুযোগ দেওয়া হবে। ফলে অন্য চাষীরা বঞ্চিত হবে।

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার সামনে বাউণ্ডারি ঘেরা একখানি খালি জায়গা বিক্রয় আছে।

যোগাযোগের স্থান—
প্রশান্তকুমার রায়
(মহাবীর বস্ত্রালয়)
রায় ভবন, দরবেশপাড়া

বাড়ী বিক্রয়

১৫নং ওয়ার্ডে দুকাঠা জায়গার উপর চারখানি ঘর এবং বসতবাটী নির্মাণের উপযুক্ত ফাঁকা জায়গা বিক্রয় হইবে।

যোগাযোগ করুন—
মানিকচাঁদ সূত্রধর
দরবেশপাড়া কয়লা ডিপো
রঘুনাথগঞ্জ

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়, স্থাপিত ১৯৭৭

১৯৮৭ শিক্ষাবর্ষে শিশু ভর্তির জন্য ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। নার্শারী প্রিপারেটরী ও কেজি ক্লাসে তিন হতে ছয় বছরের শিশুদের ভর্তি করা চলে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ান হতে ফাইভে ভর্তি হতে গেলে এ্যাডমিসন টেষ্ট দিতে হয়। যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা :

১। জোতকমল জুঃ হাই স্কুল
গ্রামঃ জোতকমল
পোঃ জঙ্গিপুর

২। ম্যাকেঞ্জীপার্ক ফ্রিঃ প্রাঃ স্কুল
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ

সময় সকাল ৭টা হতে ৯টা পর্যন্ত।

২৫-১১-৮৬ ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!

সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

দাস ব্যাটারী কোং
প্রোঃ মদনমোহন দাস
ষ্টোরেজ ব্যাটারী ও ব্যাটারী প্লেট প্রস্তুতকারক
(১৫ মাসের গ্যারান্টি দেওয়া হয়)
উমরপুর, পোঃ ঘোড়শালা;
জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন : আর জি জি ১৫৫

ফোনঃ ১১
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সের
ভারত বেকারীর প্রাইজ ব্রেড
মিয়াপুর • ঘোড়শালা • মুর্শিদাবাদ

সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সহজ কিস্তিতে বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।